সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
■ সিস্টেম এনালিস্ট/ সিনিয়র প্রোগ্রামার
■ প্রোগ্রামার
■ মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার
■ সঃমেঃ ই-১/ সঃমেঃই-২
■ নথি
ডাইরি নং..................
তারিখ 19/01/21
স্বাক্ষর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
বাজেট শাখা
www.rthd.gov.bd

বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির (BMC) এর সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	মোঃ আবদুল্লাহ আল হাসান চৌধুরী অতিরিক্ত সচিব (বাজেট), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
স্থান	:	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সভাকক্ষ
তারিখ	:	০৫-০১-২০২১ খ্রিষ্টাব্দ
সময়	:	সকাল ১০.০০ ঘটিকা
উপস্থিতি	:	**পরিশিষ্ট 'ক'**

সভার প্রারম্ভে অতিরিক্ত সচিব (বাজেট) সভাকে অবহিত করেন যে, BMC'র সভাপতি হিসেবে এ বিভাগের সচিব মহোদয়ের উপস্থিত থাকার কথা ছিলো। কিন্তু ECNEC সভা একই সময়ে অনুষ্ঠিত হওয়ায় সচিব মহোদয় অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)-কে সভা পরিচালনা করার নির্দেশনা প্রদান করেন। অত:পর অতিরিক্ত সচিব (বাজেট) সভাপতি হিসেবে উপস্থিত সবাইকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (বাজেট) গত ৩০-১২-২০২০ তারিখ বাজেট ওয়ার্কিং কমিটির সভায় গৃহীত প্রস্তাবাবলী এবং ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ মাননীয় অর্থ মন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বাজেট মনিটরিং ও সম্পদ কমিটির সভার সিদ্ধান্ত এবং অর্থ বিভাগের পরিপত্রে বর্ণিত বরাদ্দকৃত অর্থের সীমাবদ্ধ ব্যবহারের বাধ্যবাধকতার বিষয় উপস্থাপন করেন।

০২। সংশোধিত বাজেটের জন্য রাজস্ব প্রাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণঃ

২.১। উপসচিব (বাজেট) বলেন, ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের জন্য রাজস্ব প্রাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৩২৪৫.৯৫ কোটি টাকা। এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাগুলো কোভিড-১৯-এর কারণে স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে না পারলেও পেশাদারিত্বের পরিচয় দিয়ে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অপরিবর্তিত রেখেছে। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের রাজস্ব প্রাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় ১০১০.৪৫ কোটি টাকা; সংশোধিত বাজেটে তা অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। বিআরটিএ'র জন্য রাজস্ব প্রাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় ২২৩৫.০০ কোটি টাকা। তাদের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা তারা অর্জনের চেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। সচিবালয়ের জন্য রাজস্ব প্রাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে .৫০ লক্ষ টাকা। যা আয় করা সম্ভব হবে মর্মে হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা জানিয়েছেন।

২.২। সিদ্ধান্তঃ ২০২০-২১ অর্থবছরের এ বিভাগের আওতাধীন অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থা ও সচিবালয়ের জন্য সংশোধিত বাজেটে রাজস্ব প্রাপ্তির নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা মূল বাজেটের অনুরূপ নিম্নোক্তভাবে বিভাজন করা হলঃ

(অংকসমূহ কোটি টাকায়)

দপ্তর/সংস্থার নাম	২০২০-২০২১ অর্থ বছরের মোট বাজেট	সংশোধিত প্রাক্কলন (২০২০-২০২১)
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	১০১০.৪৫	১০১০.৪৫
বিআরটিএ	২২৩৫.০০	২২৩৫.০০
সচিবালয়	.৫০	.৫০
সর্বমোট=	৩২৪৫.৯৫	৩২৪৫.৯৫

০৩। **সংশোধিত বাজেটের জন্য পরিচালন ব্যয় বিভাজন/নির্ধারণঃ**

৩.১। উপসচিব (বাজেট) অবহিত করেন যে, ২০২০-২১ অর্থবছরে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের জন্য নির্ধারিত পরিচালন ব্যয় ৪৬১৬.৭১ কোটি টাকা; তন্মধ্যে সওজ অধিদপ্তর ৪১২৮.৯৩৩৬ কোটি টাকা, বিআরটিএ ৩৮৮.৫১২৫ কোটি টাকা, ডিটিসিএ ৬৬.৪৮৫৫ কোটি টাকা ও সচিবালয় ২১.৭০ কোটি টাকা এবং সাধারণ থোক বরাদ্দ ১১.০৭৮৪ কোটি টাকা। পরিচালন ব্যয়ে অতিরিক্ত কোন চাহিদার সুযোগ না থাকলেও আন্তঃখাতে সমন্বয়ের মাধ্যমে অগ্রাধিকার খাতগুলোতে অর্থ সরবরাহের

সুযোগ রয়েছে। উপসচিব (বাজেট) সভাকে আরও জানান যে, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ হতে কয়েকটি খাতে যেমন কন্ট্রিবিউটরি প্রভিডেন্ট ফান্ড-এ ১৭ লক্ষ টাকা, উদ্ভাবন খাতে ১০ লক্ষ টাকা, পেনশন ও অবসর সুবিধা খাতে ৫.২০ লক্ষ টাকা এবং ভ্রমণ ভাতা খাতে ১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রয়োজন বলে ডিটিসিএ হতে উত্থাপিত হয়েছে। আলোচনায় অংশ নিয়ে বিআরটিএ চেয়ারম্যান সভাকে বলেন যে, বিআরটিএ সার্কেল অফিসের সম্মানী-৩২৫৭২০৬ খাতে বরাদ্দকৃত টাকার অতিরিক্ত ৪ (চার)কোটি টাকা প্রয়োজন রয়েছে। তাই কনসালটেন্সি-৩২৫৭১০১ খাতে সংরক্ষিত ৮.৪১ কোটি টাকা হতে ৪ (চার) কোটি টাকা সার্কেল অফিসের সম্মানী-৩২৫৭২০৬ খাতে উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ সংস্থান করতে হবে। অপরদিকে স্টেশনারী সীল ও স্ট্যাম্প-৩২৫৫১০৪ খাতে সংরক্ষিত ৯.১১৬৭ কোটি টাকা হতে ২.০০ (দুই) কোটি টাকা এবং কনসালটেন্সি-৩২৫৭১০১ খাতে সংরক্ষিত বাকী ৪.৪১ (চার দশমিক একচল্লিশ) কোটি টাকা হতে ১ কোটি টাকাসহ মোট ২+১=৩ কোটি টাকা সমর্পনযোগ্য। এ পরিপ্রেক্ষিতে উপসচিব (বাজেট) সভাকে জানান যে, ৩.০০ কোটি টাকা সচিবালয় খাতে থোক বরাদ্দ হিসেবে সংরক্ষণ করা যেতে পারে বা অন্যকোন দপ্তরের চাহিদা অনুযায়ী বরাদ্দ প্রদান করা যেতে পারে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সভাপতি বিআরটিএ হতে সমর্পণযোগ্য ৩.০০ কোটি টাকা সমর্পন করা হলে তা সওজ এর জলযান খাতে বরাদ্দ প্রদান করার বিষয়ে মত প্রদান করেন এবং এ বিষয়ে সভায় সর্বসম্মতি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৩.২। ডিটিসিএ'র প্রতিনিধি জানান যে, ডিটিসিএ ভবন নির্মাণসহ অন্যান্য খাতে চলতি অর্থবছরে ৭৭ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রয়োজন কিন্তু বাজেটে ৬৬.৪৮৫৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। উক্ত বরাদ্দ দিয়ে ভবন নির্মাণসহ অন্যান্য খাতের ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব হবে না। চলতি অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত অর্থের বাহিরে ভবন নির্মাণ খাতে ১০.৭০২৫ কোটি, কন্ট্রিবিউটরি প্রভিডেন্ট ফান্ড খাতে ১৭ লক্ষ, উদ্ভাবন খাতে ১০ লক্ষ, পেনশন ও অবসর সুবিধা খাতে ৫.২০ লক্ষ এবং ভ্রমন ভাতা বাবদ ১.০০ লক্ষ টাকা প্রয়োজন হবে।

৩.৩। অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি সভাকে জানান যে, সচিবালয়ের সাধারণ থোক বরাদ্দ মূলত ডিটিসিএর ১১.০৭৮৪ কোটি টাকা। ডিটিসিএ চারটি খাতে (বাড়ী ভাড়া ভাতা, আবাসিক টেলিফোন, কন্ট্রিবিউটরি প্রভিডেন্ট ফান্ড, পেনশন ও অবসর সুবিধা খাতে) অর্থ বরাদ্দ চেয়েছিল তার মধ্য দুইটিতে(বাড়ী ভাড়া ভাতা ও আবাসিক টেলিফোন খাতে) অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে অবশিষ্ট দুইটি(কন্ট্রিবিউটরি প্রভিডেন্ট ফান্ড, পেনশন ও অবসর সুবিধা খাতে) বিএমসি সভার সিদ্ধান্তের জন্য রেখে দেয়া হয়েছে। তবে কন্ট্রিবিউটরি প্রভিডেন্ট ফান্ড-এ উদ্ভাবন এবং পেনশন ও অবসর সুবিধা খাতে বরাদ্দের সিদ্ধান্ত হলে অভ্যন্তরীণভাবে বরাদ্দ রাখা যেতে পারে। উক্ত খাতে কোড বরাদ্দ নেই তবে নিয়ম অনুযায়ী কোড বরাদ্দ সুযোগ থাকলে কোড বরাদ্দ প্রদান করা হবে। এ ছাড়া ডিটিসিএ'র বিল্ডিং খাতে অর্থ প্রয়োজন হলে ভবনের অবস্থা দেখে তা থোক হতে বরাদ্দ প্রদান করা যেতে পারে। এ প্রেক্ষিতে উপসচিব (বাজেট) সভাকে জানান যে, ডিটিসিএ হতে জানা গেছে যে, এ অর্থবছরেই ভবন ডিটিসিএ-কে হস্তান্তর করা হতে পারে। সেক্ষেত্রে ভবনের জন্য প্রায় ০৮.০০কোটি টাকা পরিশোধের প্রয়োজন হতে পারে। বাকী টাকা কোড উন্মুক্ত করে ডিটিসিএ'র আন্তঃখাত সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় চাহিদা অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে বরাদ্দ দেয়া যেতে পারে।

৩.৪। এ বিভাগের হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা সভাকে অবহিত করেন যে, চলতি অর্থ-বছরে এ বিভাগে জনবল নিয়োগ করা হবে। নিয়োগ পরীক্ষার ব্যয় নির্বাহের জন্য ৩২২১১১২-পরীক্ষার ফি সংক্রান্ত কোন কোড বা অর্থ বরাদ্দ নেই। উক্ত পরীক্ষার ব্যয় নির্বাহের জন্য অতিরিক্ত ২০,০০,০০০/- লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রয়োজন। এছাড়া, আন্তর্জাতিক সংস্থা Permanent International Association of Road Congress (PIARC)-এর ২০১৯ সাল পর্যন্ত বাৎসরিক চাঁদার পরিমান ছিল ৩০০০ ইউরো। কিন্তু ২০২০ সাল হতে বাৎসরিক চাঁদা ৩৩০০ ইউরো ধার্য করা হয়েছে। তাই ৩২১১১১২-চাঁদা খাতে যে বরাদ্দ আছে তা থেকে অতিরিক্ত আরো ১,০০,০০০/- লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রয়োজন। এ পরিপ্রেক্ষিতে অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি জানান যে, নিয়োগ পরীক্ষার কোড ওপেন করে দেয়া হবে এবং পরীক্ষার ব্যয় নির্বাহ ও আন্তর্জাতিক সংস্থা চাঁদার অর্থ অভ্যন্তরিন ভাবে উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দের সংস্থান করতে হবে।

৩.৫। সিদ্ধান্তঃ অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ করে ৩২২১১১২-পরীক্ষার ফি সংক্রান্ত কোড ওপেন করার এবং উক্ত কোডে ২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের জন্য অর্থবিভাগকে অনুরোধ করতে হবে। অপরদিকে ৩২১১১১২-চাঁদা খাতে উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দের সংস্থান করতে হবে। বিআরটিএ হতে প্রাপ্ত ৩.০০ কোটি টাকা সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের জনযান খাতে বরাদ্দ প্রদান করা যেতে পারে। ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষের তিনটি কোড ওপেন করার বিষয়ে বিধিবিধানসহ ডিটিসিএ হতে পুনরায় প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। কোড বরাদ্দ পাওয়ার পর উক্ত কোডে অন্যান্য কোড হতে উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দের সংস্থান করতে হবে। এ বিষয়ে আলোচনার পর নিম্নোক্তভাবে পরিচালন বাজেট বিভাজন চূড়ান্ত হয়।

(অংকসমূহ কোটি টাকায়)

দপ্তর/সংস্থার নাম	২০২০-২০২১ অর্থ বছরের	২০২০-২০২১ সংশোধিত প্রাক্কলন
	মোট বাজেট	মোট বাজেট
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	৪১২৮.৯৩৩৬	৪১৩১.৯৩৩৬
বিআরটিএ	*৩৮৮.৫১২৫*	*৩৮৫.৫১২৫*
ডিটিসিএ	৬৬.৪৯৫৫	৬৬.৪৯৫৫
সচিবালয়	২১.৭০	২১.৭০
সাধারণ থোক বরাদ্দ	১১.০৭৮৪	১১.০৭৮৪
সর্বমোট=	**৪৬১৬.৭১**	**৪৬১৬.৭১**

০৪। সংশোধিত উন্নয়ন ব্যয় বিভাজন/নির্ধারণঃ

৪.১। উপসচিব (বাজেট) সভাকে অবহিত করেন যে, ২০২০-২১ অর্থবছরে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের জন্য নির্ধারিত উন্নয়ন ব্যয় ২৪৮২৫.৪১ কোটি টাকা। তন্মধ্যে, সওজ অধিদপ্তর ১৭২১৭.৯৯ কোটি টাকা, ডিটিসিএ ১০.৫১ কোটি টাকা, ডিএমটিসিএল ৭২৪৫.১৫ কোটি টাকা (এমআরটি লাইন-৬ এ ৫৫৪২.৮৩ কোটি টাকা, লাইন-১[ই/এস] এ ২১০.২৫ কোটি, এমআরটি লাইন-১ এ ৫৯১.০৯ কোটি টাকা, এমআরটি লাইন-৫[নর্দান রুট] এ ৮০০.০০ কোটি টাকা, এমআরটি লাইন-৫[সাউর্দান রুট] এ ১০০.৯৮ কোটি টাকা), সচিবালয় এ ১.০০ কোটি এবং সচিবালয় কোডে সংরক্ষিত বরাদ্দ ৩৩২.৬৫ কোটি টাকা। তবে অর্থ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী সংশোধিত বাজেটে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের জন্য ১৩৯৩১.০৯ কোটি টাকা (জিওবি ১০৭২০.৯০ কোটি পিএ ৩২১০.১৯ কোটি) নির্ধারণ করা হয়েছে। ডিটিসিএর জন্য ১০.৫১ কোটি টাকা (জিওবি ১০.৫০ কোটি পিএ ০.০১ কোটি), ডিএমটিসিএল'র জন্য ৭০০৮.৮৩ কোটি (জিওবি-২৯৩২.৭৪ কোটি পিএ-৪০৭৬.০৯ কোটি) টাকা, বিআরটিসির'র জন্য ১২.১১ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

৪.২। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রোগ্রামিং), আসমা আক্তার জাহান আলোচনায় অংশ নিয়ে সভাকে বলেন, ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দ ছিল ১৭০০৬.৪৩ (কোটি টাকা) এবং আরএডিপি'তে ১৮৬৮২.৯২ কোটি টাকা; কিন্তু Reappropriation অনুযায়ী বরাদ্দ না থাকায় আশানুরূপ অগ্রগতি সাধন করা সম্ভব হয়নি। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ ১৭২১৭.৯৯ কোটি টাকা এখানে জিওবি খাতে বরাদ্দ ১৪২০৬.৮৫ কোটি, পিএ খাতে ৩০১১.১৪ কোটি টাকা। এর মধ্যে ছাড় যোগ্য অর্থের পরিমান ৯৯০৮.৯৭ কোটি এবং ব্লককৃত অর্থের পরিমান ৪২৯৭.৮৮ কোটি টাকা (জিওবি বরাদ্দের ৩০%)। গত ২ অর্থবছরে বাজেট ঘাটতি প্রায় ৬০০০ কোটি টাকা। এজন্য ২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দের প্রস্তাব ২৮৬৯০ কোটি টাকা। কেননা নতুন অনুমোদিত প্রকল্প এবং আসন্ন নতুন মেগা প্রকল্পসমূহ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য উক্ত অর্থের প্রয়োজন হবে।

৪.৩। উন্নয়ন বাজেট নিয়ে উপস্থিত সকল দপ্তর/সংস্থা/অধিদপ্তরের প্রতিনিধি, এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা), যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) বিশদ আলোচনা করেন। ২০২০-২০২১ সালের বাজেটে প্রদত্ত বরাদ্দ, মহামারীকালীন ২৫% সংরক্ষণ, গৃহীত, বাস্তবায়িত, বাস্তবায়িতব্য প্রকল্পগুলোর প্রকৃতি ও অবস্থান ইত্যাদি বিষয় উত্থাপন করে এ বিভাগের কার্যক্রমের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি পরিস্থিতি অনুযায়ী বরাদ্দ ব্যবহারের যৌক্তিকতা তুলে ধরে বলেন, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের কার্যক্রম দেশের বৃহত্তর উন্নয়ন পরিকাঠামোয় বিশেষায়িত দায়িত্ব পালন করে। কাজেই, ইতো:পূর্বে এ বিভাগের সংশোধিত বাজেটে চাহিত অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ ইতিবাচকভাবে প্রতিবিধান করা হয়েছে। কিন্তু, মহামারী পরিস্থিতিতে গৃহীত কার্যক্রমগুলোকে মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামোর প্রক্ষেপন অনুযায়ী বিন্যস্ত করা সমীচীন হবে। পুঁজিঘন কার্যক্রমে পুঁজির

সমাবেশ ব্যাপক ঘাটতির কারণেই সম্ভবপর হচ্ছে না। এছাড়া, সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (RADP)'র সভা পরিকল্পনা কমিশনে পরবর্তীতে যখন অনুষ্ঠিত হবে সেখানে সম্পদ বরাদ্দ পুনর্বণ্টনের সুযোগ থাকবে। যেহেতু, IBAS-এ সংশোধিত বাজেট বরাদ্দের এন্ট্রি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে না করলে পরবর্তীতে iBAS System বন্ধ হয়ে যাবে। তাই, এ পর্যায়ে পরিচালন বাজেটে গৃহীত সিদ্ধান্ত ও উন্নয়ন খাতে অর্থ বিভাগের পরিপত্র অনুযায়ী ২৫% বরাদ্দ সংরক্ষণ রেখে সংশোধিত বাজেট BMC পর্যায়ে অনুমোদন করা যেতে পারে।

৪.৪। সিদ্ধান্তঃ অর্থ বিভাগের নির্দেশ অনুযায়ী সভাপতি কর্তৃক এ বিভাগের পরিকল্পনা উইং এর অতিরিক্ত সচিব ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা'র প্রতিনিধিগণের সাথে পর্যালোচনা করে তাদের মতামতের ভিত্তিতে ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটে উন্নয়ন ব্যয়ের ২৫% কম হিসেবে আওতাধীন অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থা'র অনুকূলে নিম্নোক্তভাবে প্রাথমিক বিভাজন করা হয়। একই সাথে মাঠ পর্যায়ের চাহিদা অনুযায়ী উন্নয়ন বাজেটে প্রকৃত চাহিদার প্রস্তাব করা হল।

(অংকসমূহ কোটি টাকায়)

দপ্তর/সংস্থার নাম		২০২০-২০২১ অর্থবছরের এডিপি			অর্থ বিভাগের জারীকৃত বাজেট পরিপত্র অনুযায়ী ২০২০-২০২১ অর্থবছরের সংশোধিত বরাদ্দ প্রস্তাব			২০২০-২০২১ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপির প্রকৃত /অতিরিক্ত চাহিদা		
		মোট	জিওবি	পিএ	মোট	জিওবি	পিএ	মোট	জিওবি	পিএ
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর		১৭২১৭.৯৯	১৪২০৬.৮৫	৩০১১.১৪	১৩৯৩১.০৯	১০৭২০.৯০	৩২১০.১৯	১৭১০৬.৩১	১৩৮৯৬.১২	৩২১০.১৯
ডিটিসিএ		১০.৫১	১০.৫০	০.০১	১০.৫১	১০.৫০	০.০১	১২.২৪	১২.২৩	০.০১
ডিএমটিসিএল	এমআরটি লাইন-৬	৫৫৪২.৮৩	১৭৬২.৮৩	৩৭৮০.০০	৫৫৪২.৮৩	১৭৬২.৮৩	৩৭৮০.০০	৫৫৪২.৮৩	১৭৬২.৮৩	৩৭৮০.০০
	এমআরটি লাইন-১[ই/এস]	২১০.২৫	৫৭.২৫	১৫৩.০০	১৩২.৯৩	৪২.৯৩	৯০.০০	১৩০.১৬	৪০.১৬	৯০.০০
	এমআরটি লাইন-১	৫৯১.০৯	৫৯১.০০	০.০৯	৪৪৩.৩৪	৪৪৩.২৫	০.০৯	৫৯০.৮৪	৫৯০.৭৫	০.০৯
	এমআরটি লাইন-৫[নর্দান রুট]	৮০০.০০	৫১৪.০০	২৮৬.০০	৫৪১.৫০	৩৮৫.৫০	১৫৬.০০	৬৭০.০০	৫১৪.০০	১৫৬.০০
	এমআরটি লাইন-৫[সাউদার্ন রুট]	১০০.৯৮	৩০.৯৮	৭০.০০	৭৩.২৪	২৩.২৪	৫০.০০	৭৫.০০	২৫.০০	৫০.০০
	মোট=	**৭২৪৫.১৫**	**২৯৫৬.০৬**	**৪২৮৯.০০**	**৬৭৩৩.৮৩**	**২৬৫৭.৭৪**	**৪০৭৬.০৯**	**৭০০৮.৮৩**	**২৯৩২.৭৪**	**৪০৭৬.০৯**
বিআরটিসি		১৮.১১	১৮.১১	-	১২.১১	১২.১১	-	১৮.১১	১৮.১১	-
সচিবালয়		১.০০	-	-	০.৫০	০.৫০	-	১.০০	১.০০	-
মোট=		**২৪৪৯২.৭৬**	**১৭১৯১.৫২**	**৭৩০০.১৫**	**২০৬৮৮.০৫**	**১৩৪০১.৭৬**	**৭২৮৬.২৯**	**২৪১৪৬.৪৯**	**১৬৮৬০.২০**	**৭২৮৬.২৯**
সচিবালয় থোক		৩৩২.৬৫	-	-	-					
সর্বমোট=		**২৪৮২৫.৪১**			**২০৬৬২.৯৭**			**২৪১৪৬.৪৯**		

০৫। পরিশেষে, সভাপতি সংশোধিত বাজেট যথাসময়ে IBAS-এ এন্ট্রি দেয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন। পাশাপাশি পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিতব্য সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর সভায় এ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলোতে প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রাপ্তির সর্বাত্মক যোগাযোগ করার জন্যে অনুরোধ করেন। অর্থ বিভাগের সাথে পরবর্তী BMC সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সকল যোগাযোগ সাপেক্ষ কোড উন্মুক্ত ও অর্থের সমন্বয়ের বিধিমাফিক আনুষ্ঠানিকতা রক্ষা করার অনুরোধ জানান। অত:পর সভাপতি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

স্বাক্ষরিত
১৩.০১.২০২১
(মোঃ আবদুল্লাহ আল হাসান চৌধুরী)
অতিরিক্ত সচিব
ফোন : ৯৫১৩৬৮৮

নং-৩৫.০০.০০০০.০৪৭.২০.০১২.২০-০৮

তারিখঃ ৩০ পৌষ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
১৪জানুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. সচিব, আইএমইডি, শের-এ-বাংলা নগর, ঢাকা (পরিচালক/তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধসহ)।
২. সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-এ-বাংলা নগর,ঢাকা।
৩. সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ, শের-এ-বাংলানগর, ঢাকা।
৪. অতিরিক্ত সচিব (বাজেট, উন্নয়ন) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ।
৫. অতিরিক্ত সচিব(পরিকল্পনা), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ।
৬. প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।
৭. নির্বাহী পরিচালক, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ, নগর ভবন, ঢাকা।
৮. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ), বিআরটিএ ভবন, বিমানবন্দর সড়ক, বনানী, ঢাকা।
৯. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্পোরেশন (বিআরটিসি), পরিবহণ ভবন, রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা।
১০. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL), প্রবাসী কল্যাণ ভবন, লেভেল-১৪, ৭১-৭২ পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা।
১১. প্রকল্প পরিচালক(লাইন-৬/লাইন-১/লাইন-৫(নর্দান রুট/সাউদান রুট)/লাইন-১(ই/এস)/, ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, লেভেল-১৪, ৭১-৭২, পুরাতন এ্যালিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা।
১২. যুগ্মসচিব (বাজেট-৫), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।
১৩. যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা ও কার্যক্রম), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ।
১৪. উপসচিব (ডিটিসিএ/ডিএফডিপি/জিএফডিপি/ ঢাকা বিআরটি), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ।
১৫. উপসচিব (বাজেট-১৬) অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৬. সিনিয়র সহকারী সচিব (বৈদেশিক সহায়তা), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ।
১৭. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ।
১৮. প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১৯. হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

১৪/০১/২০২১
(মোঃ আব্দুল মোক্তাদের)
উপসচিব
ফোন : ৯৫১৩৬৮৮

অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. সচিব এর একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২. অতিরিক্ত সচিব(বাজেট)-এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা , সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়।
৩. অফিস কপি।